Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-IV, July 2025, Page No. 21-29
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.004

ভারতের গণতান্ত্রিক নির্বাচনে অর্থ, পেশীশক্তি ও হিংসার ব্যবহারের একটি সমালোচনাধর্মী মূল্যায়ন

সুদীপ্ত মণ্ডল, *স্বাধীন গবেষক, সোনারপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 15.06.2025; Accepted: 24.06.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This study critically investigates the structural distortions in India's democratic electoral process caused by the systemic deployment of money power, muscle power, and political violence. Despite being hailed as the world's largest democracy, India exhibits deep contradictions between its constitutional ideals and electoral practices. Drawing on theoretical insights from democratic erosion and elite capture literature, this paper explores how these undemocratic forces undermine electoral integrity, marginalize genuine political representation, and erode public trust in democratic institutions.

Using qualitative analysis of secondary data, electoral reports, and existing literature, the research highlights how elections are increasingly influenced by illicit financing, criminal networks, and coercive strategies. These practices entrench oligarchic dominance, hinder level playing fields, and perpetuate socio-economic inequalities in political participation. The study also evaluates the limitations of institutional safeguards such as the Election Commission and legal frameworks, which remain insufficient to curtail the nexus of crime, capital, and politics. The paper argues that India's democratic deficit is not merely procedural but structural, requiring more than technocratic reform. It calls for normative shifts toward ethical political leadership, civic education, and grassroots mobilization to counter elite domination. The findings contribute to the broader discourse on democratic backsliding in postcolonial contexts and underscore the urgency of redefining democratic consolidation in terms of both participation and accountability.

Keywords: India, Democracy, Electoral integrity, Political violence, Money power, Muscle power, Criminalization of politics, Participatory governance

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হল এমন এক আদর্শ শাসন ব্যবস্থাররূপ যা প্রায় সমগ্র বিশ্ব ব্যবস্থায় ছড়িয়ে পড়েছে এক্ষেত্রে ভারত ও ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্ত হয়ে একই পথ অনুসরণ করেছে যা কোনো ব্যতিক্রম বিষয় নয়। বিংশ শতকে ভারতীয় গণতন্ত্রের আবির্ভাব হলেও এর অস্তিত্ব কতটা অটুট থাকবে সে সম্পর্কে অনেকেই সন্ধিয়ান ছিলেন। কারণ গণতন্ত্রের আবির্ভাব সম্পর্কে প্রাথমিক ভাবে যে সমস্ত তত্ত্ব মনে করে যে গণতন্ত্রের জন্য কিছু পূর্ব নির্ধারিত সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক শর্তাবলীপূরণ আবশ্যক- ভারত তার কোনোটাই পূরণ করেনি। যে কোনো একটি দেশ তার গণতান্ত্রিক স্বরূপকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে বা প্রারম্ভিক ভূমিপূজনের জন্য একটি নিদিষ্ট অর্থনৈতিক উন্নয়ন আবশ্যিক। ভারতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে ব্রিটিশ শাসক কোনো সহায়ক ভূমিকা পালন করেনি। এর সঙ্গে তালমিলিয়ে ধর্ম,ভাষা,দারিদ্রতা,সামাজিক, সাংস্কৃতিক বিভিন্নতা প্রভৃতি প্রতিকূলতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎপত্তির পেছনে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব বিশেষত মহাত্মা গান্ধির নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস স্বায়ত্ত শাসন এবং গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার দাবী ও সংগ্রাম ভারতীয়দের ঐক্যতানে গ্রথিত করে কতৃত্ববাদী শাসনের বিরূদ্ধে। ভারতে কে পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্ত করে স্বাধীন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে

নিজের আত্ম প্রতিষ্ঠায় জাতীয় আন্দোলনের ভূমিকা ছিল গণতান্ত্রিক। এবং গণপরিষদ ভারতীয় রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠানে এই ঐতিহাসিক wild card কে ব্যবহার করেছেন। ৭৪ বছর অতিক্রমের পর ও ভারতের এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রকৃতই কি গণতান্ত্রিক হয়ে উঠেছে? গণতন্ত্র হল জনগনের জন্য, জনগনের দ্বারা, জনগনের শাসন। অর্থাৎ ক্ষমতার প্রকৃত উৎস হল জনগন এবং যেখানে জনগনের প্রকৃত ক্ষমতায়ন ঘটে। শাসক জনগনের প্রতি দায়বদ্ধ ও উত্তরদায়ী থাকবে। দীর্ঘ ৭৪ বছরের ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়- এই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা নানা ধরনের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছে। জনগনের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন, সামাজিক ক্ষমতায়ন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন সব দিক দিয়ে আশানুরূপ লক্ষ্য অর্জন করেনি। বরং জনগনের ক্ষমতায়নের পরির্বতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়েছে সংখ্যালঘু মুষ্ঠিমেয় মানুষের হাতে। যার ফল স্বরূপ ভারতের বিপুল সংখ্যক জনগন বি.পি.এল শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। দারিদ্রতার জালে জর্জরিত কৃষক আত্মহত্যা করছে। জাতপাতের রাজনীতির ফলে সংখ্যালঘু শ্রেণীর প্রতি অত্যাচার, রাজনীতির দুর্বত্তায়ন, প্রশাসনিক দুর্নীতি এবং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম প্রক্রিয়া নির্বাচনে- অর্থপেশী ও হিংসার ব্যবহার ভারতের গণতন্ত্রকে পঙ্কিল করে তুলেছে।

ভারতের নির্বাচনে অর্থের প্রয়োগ:

আমরা ভারতের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার এমন একটি অবস্থানে বসবাস করছি যেখানে দৈনন্দিন পত্রপত্রিকা ও গণমাধ্যমের বিভিন্ন ছত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবনমন জনিত দৃষ্টান্ত পরিলক্ষিত করছি। আমরা এখানে জানার চেষ্টা করবো- ভারতে নির্বাচনের ক্ষেত্রে কেন অর্থ প্রবল গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এর মূলে কি কারণ রয়েছে? নির্বাচনে অবৈধ অর্থের উৎস কোথায় রয়েছে? রাজনৈতিক দল ঐ অবৈধ এবং বৈধ অর্থ ব্যবহারের মূল চালিকা শক্তি গুলি কি কি? এবং নির্বাচনে ব্যবহৃত অর্থকে নিয়ন্ত্রনের ক্রম বিবর্তিত প্রশাসনিক উদ্যোগ গুলি কি কি? রাজনৈতিক দুবৃত্তায় অর্থাৎ রাজনৈতিক দলগুলি মধ্যে কেন বিভিন্ন কেসে অভিযুক্ত আসামিদের এবং গুন্ডা, মাফিয়াদের মনোনয়ন প্রবনতা বাড়ছে?

ভারতের নির্বাচন অত্যন্ত ব্যয়বহুল নির্বাচনে অংশ গ্রহণকারী রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সভা, প্রচারের বিভিন্ন মাধ্যমে নিয়োজিত অর্থের ব্যবহারের হিসেব দেখলেই বাস্তব সত্য পরিস্ফুটিত হয়ে উঠে। এই ধরনের ব্যয়বহুল নির্বাচনে তালমিলিয়ে এক জন সাধারণ প্রার্থীর পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব নয়। কারণ পশ্চিমের উন্নত দেশের মত ভারতে নির্বাচনী ব্যয় রাষ্ট্র প্রদত্ত অর্থের দ্বারা পরিচালিত হয় না। বিশেষত নির্বাচন পরিচালিত হয় দলের সংগৃহীত চাঁদা (যার উৎস সম্পর্কে সুস্পষ্ট প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা নেয়) এবং প্রার্থীর ব্যক্তিগত অর্থের দ্বারা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলের প্রাণ সঞ্জীবনী শক্তি বা তার অস্তিত্ব মূল লক্ষ্য হল যে কোনো উপায়ে রাজনৈতিক নির্বাচনে জয় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। ক্ষমতা দখলে পর নিজেকে আরো ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ওঠার জন্য নানা কৌশল অবলম্বন করে। তাই রাজনৈতিক জয়কে সুনিশ্চিত করার জন্য তীব্র দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল ও প্রার্থীর মধ্যে অর্থ ব্যয়ের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বা যুদ্ধে নেমে পরে। রাজনৈতিক প্রার্থী জয়ের জন্য নির্বাচনী ক্ষেত্রে নানা ভাবে বৈধ-অবৈধ উপায়ে ভোটারদের প্রভাবিত করতে উদ্দ্যোগ গ্রহণ করে। বিশেষত অবৈধ উপায়ে তাদের প্রভাবিত করতে সচেষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে বলা প্রয়োজন অবৈধ অর্থ কাকে বলে? এই অর্থ কি জন্মগত ভাবেই অবৈধ ('Black money') যা নির্বাচনে ব্যপক ভাবে প্রয়োগ করা হয়। নির্বাচনে অবৈধ অর্থ বলতে প্রার্থী নির্বাচনে যে হিসেব বর্হিভুত অর্থ ব্যবহার করে। প্রার্থী নির্বাচনী মনোনয়ন পত্র জমাদেবার সময় যে স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির হিসেব নির্বাচন কমিশনের কাছে জমা দেন তার বর্হিভুত অর্থকে নির্বাচনে অবৈধ অর্থ বলে। প্রার্থী এই অর্থকে বিভিন্ন কৌশলে ব্যবহার করে ভোটারদের প্রভাবিত করে নিজেদের পক্ষে নিয়ে আসার প্রয়াস করে। নির্বাচন কমিশনের মতে দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সব থেকে বড় ভীতি হল- এই অবৈধ অর্থশক্তি ব্যবহার। এই শক্তির ব্যবহার করতে দেখা যায় রাজনৈতিক দল থেকে শুরু করে প্রার্থীর ও তার সমর্থকের মধ্যে। নির্বাচন কমিশনার ২০১৩ সালে একটি ওয়ার্কশপে জন সচেতনতার জন্য প্রায় ৪০ ধরনের অবৈধ অর্থ ব্যবহারের তালিকা প্রদান করেন।

যথা:

১) খবরের কাগজের সঙ্গে নগদ টাকা প্রদান।

২) সকালে দুধের প্যাকেটের সঙ্গে নগদ টাকা প্রদান।

৩) মহিলা ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠিদের মধ্য অর্থ প্রদান।

৪) কোনো প্রার্থীর পক্ষে যাতে ভোট না দেওয়া হয় তার জন্য অর্থ প্রদান।

৫) ভোটারদের অল্প সময়ের জন্য মহাজনদের থেকে গৃহিত ঋণ পরিশোধ করা।

৬) নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তির পূর্বে ভোটারদের মধ্যে সম্ভাব্য প্রার্থী কর্তৃক অর্থ বিতরণ।

৭) নির্বাচনী ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপলক্ষে বনভোজনের ব্যবস্থা।

৮) বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের নামে ভোটারদের মধ্যে অর্থ বিতরণ।

৯) ভুয়ো প্রার্থী প্রচারে জন্য ও নির্বাচনী বুথে এজেন্ট হিসাবে ব্যবহারের জন্য অর্থ ব্যবহার।

১০) রালি বা জনসভাতে যোগদানের জন্য অর্থ প্রদান।

১১) গণমাধ্যমে বিরোধী প্রার্থীর সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচারের জন্য সাংবাদিক ও গণমাধ্যমের মুখপাত্রকে অর্থ প্রদান।

১২) যুবকদের বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য অর্থ প্রদান।

১৩) টাকা দিয়ে ভোট ক্রয়।

১৪) নির্বাচনের সময় মন্দির, মসজিদ এবং স্কুলে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ করা।

১৫) নির্বাচনের সময় ছাত্রদের মধ্যে বই বিতরণ করা।

১৬) জনগনের আবেগকে নিজেদের পক্ষে আনার জন্য ধর্ম গুরুদের অর্থপ্রদান।

১৭) নির্বাচনের সময় সঠিক হিসেব না দেখিয়ে জন আবেগকে প্রভাবিত করার জন্য সঙ্গীত ও চলচ্চিত্র তারকাদের দ্বারা প্রচার করানো।

১৮) নির্বাচনের প্রাক্কালে কৃষকদের মধ্যে কৃষি সার, বীজ ও অনান্য সামগ্রী বিতরণ ইত্যাদি।

নির্বাচনে ভোটকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে ওয়ার্ক মানির একটি অন্যতম কৌশল যার অর্থ হল নির্বাচনের সময় ভোটারদের প্রাত্যহিক কাজের ব্যবস্থা করা। ভারতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে বৈধ ও অবৈধ অর্থের ব্যপক ব্যবহার হয়ে চলেছে যার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যায়-

উপরে বর্ণিত বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করে ভোটকে প্রভাবিত করার প্রতিযোগিতা হয়ে উঠেছে অর্থের প্রতিযোগিতা। এই ব্যাপক জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিযোগিতার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারক হল অর্থ। অর্থ নির্বাচনের ফলকে নির্ধারন করছে আর এই নির্বাচনে বিপুল অঙ্কের রাশিতে তাল মেলানো একজন সাধারণ প্রার্থীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না। এভাবে অর্থহীন নাগরিকরা তাদের রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার অধিকার হারাচ্ছে। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার পরিধি থেকে বৃহত্তর জন সংখ্যা বাইরে চলে যাচ্ছে।

দ্বিতীয়ত, নির্বাচনী ব্যয় বৃদ্ধির অন্যতম কারণ নির্বাচনী ক্ষেত্র বা এলাকা বৃদ্ধি। অর্থাৎ নির্বাচনী ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধি স্বাভাবিক ভাবে নির্বাচনী ব্যয়কে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে। তাদের কাছে পৌঁছানো জন্য বিভিন্ন মাধ্যমের ব্যবহার যেমন- রেলি, ব্যানার, হুডার অনান্য আনুষ্ঠানিক ব্যয় আরো বেড়েছে।

তৃতীয়ত, ভারতে ১৯৬০-র দশকের পর থেকে কেন্দ্র-রাজ্য নির্বাচন একসঙ্গে সংঘঠিত না হবার জন্য এবং ৭৩ তম ও ৭৪ তম সংবিধান সংশোধনী আইনের ফলে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচনী প্রতিযোগিতা নির্বাচনী ব্যয়কে বৃদ্ধি করছে।

চতুর্থ, বিশেষজ্ঞদের মতে বর্তমানে শিক্ষিত যুবক যারা পারিবারিক আর্থিক নির্ভরশীলতা থেকে মুক্ত তাদের মধ্যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি বিতৃষ্ণা দেখা যাচ্ছে। এই শ্রেণীর ভোটকে করায়ত্ত করার জন্য রাজনৈতিক দলকে 'Social media strategy' ব্যবহার করতে হচ্ছে যা নির্বাচনী ব্যয়কে আরও ব্যয় বহুল করে তুলেছে। ভারতীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ধনকুবেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ?

ভারতীয় গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দ্বিতা কি ধনকুবেদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ:

ভারতে প্রচলিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হল সংখ্যা গরিষ্ঠ ব্যক্তিদের শাসন ব্যবস্থা। ভারত বিশ্বের মধ্যে সর্ব বৃহৎ গণতান্ত্রিক দেশ যার বিপুল সংখ্যক জনগন দরিদ্র। বিপরীত দিকে সংখ্যালঘু নাগরিক ধনবান। অর্থনৈতিক দিক থেকে এই ভাবে বণ্টিত গণতান্ত্রিক দেশে কেন নির্বাচন ব্যবস্থা কিছু সংখ্যালঘু ধনকুব প্রার্থীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সীমাবদ্ধ? কেন রাজনৈতিকদল 'Self-financing' প্রার্থীদের নির্বাচনে চয়ন করছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুজে পাওয়া যায়

বাজার ব্যবস্থার সূত্রকে প্রয়োগ করে অর্থাৎ 'চাহিদা- জোগান' এই নীতিকে প্রয়োগ করলে সুস্পষ্ট ভাবে অর্থের ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়।

চাহিদার দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যায় কিভাবে ভারতের ভোটাররা অর্থের অনুকূলে সাড়াদেয় এবং অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর প্রার্থীর উপর নির্ভর করে নির্বাচনের বিভিন্ন আয়োজনের ব্যবস্থা যেমন যোগাযোগ, বিজ্ঞাপন, পোলিং এজেন্ট ও আরো আনুষাঙ্গিক খরচ যা ভোটকে সহজেই প্রভাবিত করে। প্রার্থীর 'finacial capacity' উন্নত দেশের সঙ্গে অনুন্নত দেশের নির্বাচনের জয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, ভারত এ ক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রম নয়। জোগান-র দৃষ্টিতে অর্থের উৎসের উপর জোরদের এবং এই উৎসগত কাঠামো কিভাবে নির্বাচনী প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করে। যেমন আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে লবি ব্যবস্থা প্রবল প্রভাবশীল। এখানে প্রার্থীর নিজস্ব অর্থের পরিবর্তে বিভিন্ন উৎস থেকে আগত অর্থের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ ঐ অর্থ পরোক্ষভাবে ঐ লবি গোষ্ঠির ভোটকে নির্দিষ্ট দলের কাছে সুনিশ্চিত হয়। কিন্তু ভারতের ক্ষেত্রে তা বিপরীত এখানে বাইরের উৎসের পরিবর্তে প্রাথমিক ভাবে প্রার্থীর নিজের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। কারণ এখানে লবিব্যবস্থা শক্তিশালী নয়। এখানে কোনো একক নির্বাচিত নেতাকে প্রভাবিত করে কোনো সিদ্ধান্ত বা নীতিকে প্রভাবিত করা খুব কঠিন। বিশেষত ৫২তম সংবিধান সংশোধনী আইনের মাধ্যমে দলের সিদ্ধান্তকে সুদৃঢ় করা হয়েছে। তাই এই ব্যয়বহুল নির্বাচনে প্রার্থী নিজেই নির্বাচনী বাজারে অর্থ বিনিয়োগ করে এবং জয়ের পরে সুদে আসলে মুনাফা লাভের জন্য দুর্নীতিতে যুক্ত হয়, নিজের ব্যক্তিগত লাভের জন্য পদকে ব্যবহার করতে থাকে। ভারতের ২০০৪-১৪ এর সাধারণ নির্বাচন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় নির্বাচনের ফল নির্ধারনে কিভাবে অর্থ ভূমিকা পালন করেছে। কোনো নির্বাচনী ক্ষেত্রে সর্বাধিক ভোট প্রাপ্ত দুজন প্রার্থীর ভোটের সঙ্গে অর্থের ঘনিষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। ঐ দুজন প্রার্থী অন্য প্রার্থীদের থেকে প্রায় ২০ গুন বেশি ধনবান এবং নির্বাচনে জয়ের সম্ভাবনা ও প্রবল তাই স্বাভাবিক ভাবে যে কোনো প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী দল ধনবান ব্যক্তিদের প্রার্থী হিসেবে চয়ন করবে। বস্তুত ভারতের নির্বাচনী ব্যয় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত অর্থে পরিচালিত হয় না, তাই রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীর ব্যক্তিগত অর্থে-ই পরিচালিত হয় যা পূর্বে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। নির্বাচনী ব্যয়ের সীমার উপর গুরুত্বপূর্ণ আইনের অভাবেই রাজনৈদিক দল কাছে অর্থশীল প্রার্থী বিবেচ্য হচ্ছে। বিশেষত বাইরে উৎস থেকে অর্থের যোগানহীন অবস্থায় রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী প্রচার ও অন্যান্য ব্যয় পরিচালনের জন্য তাদের দেয় অর্থ দলের অর্থ ভান্ডারকে স্ফীত করে এবং দলের নির্বাচনী জয় কে সুনিশ্চিত করে। এ ক্ষেত্রে চিন্তার বিষয় হল যদি নির্বাচন অর্থবান প্রার্থীর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পরে তবে বিপুল অর্থহীন মানুষ প্রতিনিধিত্বহীন হয়ে পরবে।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক দল যদি শিক্ষা, সমাজসেবা ও অন্যান্য গুনাবলীর উপর নজর এড়িয়ে চলে নির্বাচনী জয়কে নিশ্চিত করার জন্য তবে গুনের বিচারে তুলনামুলক ভাবে নির্বাচনী প্রার্থী হয়ে পরবে কম গুন সম্পন্ন। সাধারন ভাবে ভারতে রাজনৈতিক দলের মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও প্রার্থী চয়নে গণতান্ত্রিকতার অভাব বিদ্যমান। দলের সকল সদস্যদের মতামতের পরিবর্তে দলের প্রবর গোষ্ঠি বা শীর্ষ-নেতাদের দ্বারায় প্রার্থী নির্ধারিত হয়। জয়ের অন্যতম নির্ধারক অর্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কোনো রাজনৈতিক দলই নির্বাচনের অনেক দিন আগে থেকে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে না, যাতে কোনো অর্থবান প্রার্থী মনোনয়ন না পেয়ে বিরোধী শিবিরে মনোনয়ন পায় এবং দলের নির্বাচনী জয়ের পক্ষে প্রতিবন্ধকতার কাজ করুক। ভারতে রাজনৈতিক দল কেন বাহ্যিক অর্থের প্রতি অনুৎসাহী বা প্রার্থীর আর্থিক স্বনির্ভরতার উপর গুরুত্ব অরোপ করে? Milan Vaishnav এর মতে ভারতে রাজনৈতিক নির্বাচনের ক্রমবর্ধণশীল ব্যয় রাজনৈতিক দল গুলিকে আর্থিক স্বনির্ভর প্রার্থী চয়নের প্রতি ঠেলে দিচ্ছে। আরো স্পষ্ট করে বললে এর পেছনে যে কারণ দায়ী সেগুলি হল- নির্বাচনী জয়ের জন্য ব্যয়ের একটি অংশ প্রার্থী কর্তৃক বহন না করলে জয় অর্জন করা প্রার্থী ও দলের পক্ষে কঠিন হয়ে পরবে। রাজনৈতিক দলে জয় প্রায় সুনিশ্চিত এ রকম নির্বাচনী ক্ষেত্রে অর্থাৎ 'Save seat' গুলিতে তুলনা মুলক ভাবে বেশি অর্থবান প্রার্থীকে মনোনয়ন করে তাদের কাছ থেকে দলের তহবিলে প্রচুর অর্থ আদায় করে এবং তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল সীটে ঐ অর্থ ব্যয় করে দলের জয়কে পাকা করে। রাজনৈতিক দলের বেচে থাকার রক্ত হল নির্বাচনী জয়। ভারতের নির্বাচনে প্রার্থী চয়ন পদ্ধতি ও কাঠামো এমনই যে যার জন্য নির্বাচনের সময় বাহ্যিক উৎস থেকে অর্থ প্রার্থী কাছে না এসে, আসে রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারীদের কাছে। কারণ প্রার্থী একক ভাবে ঐ বাহ্যিক

অর্থের জোগান কারির অনুকুলে কোনো সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে না। যেমন কোনো বিল্ডার অর্থ জোগান দেবার পেছনে তার মূল কারণ বিল্ডিং নির্মানের জন্য ভূমি সংক্রান্ত বিভিন্ন মজুরি বা অনুমতি আদায় করা। কিন্তু আগে থেকে যেহেতু প্রার্থী নির্ধারিত থাকে না এবং একক ভাবে প্রার্থী সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারে না সেহেতু বাইরের উৎসের পরিবর্তে প্রার্থীর নিজস্ব অর্থের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এছাড়া জয়ী প্রার্থী পরবর্তী নির্বাচনে জয় সুনিশ্চিত একথা দৃঢ় ভাবে বলা যায় না।

নির্বাচনে রাজনৈতিক নেতা ও বিল্ডারদের আতঁত:

উন্নয়নশীল দেশের একটি অন্যতম সমস্যা হল নিয়ন্ত্রণ ও দায়বদ্ধতাকে প্রতিষ্ঠা করার প্রতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার দুর্বলতা যার ফলে প্রার্থী কর্তৃক যে নির্বাচনী ব্যায় দেখানো হয় তা প্রকৃত ব্যয়ের একটি অংশ মাত্র। নির্বাচনী ব্যয়ের একটি বড় অংশ আসে ব্যক্তিগত সংস্থা বা বেসরকারি সেক্টর থেকে। এরূপ একটি ক্ষেত্র হল বিল্ডারদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতাদের গাঁটছাট বা আতাত। সাংবাদিক Saritha Rai এর মতে রাজনীতি ও রিয়াল ('Real Estate') এস্টেটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। পি.এম.জি নামক সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী রিয়াল এস্টেট বা নির্মানের ক্ষেত্র (Construction) হল একটি অন্যতম দুর্নীতির ক্ষেত্র বিশ্ব ব্যাঙ্কের সার্ভে অনুযায়ী ভারতে ভূমি হস্তান্তর আইন, ভূমি অধিকার আইন এবং ভূমি আইনের অস্পষ্টতা, সঠিক ভূমি ভালুয়েশনের অভাব এবং যথাযত সময়ে অভিযোগ নিরাময়ের বা ন্যায় বিচার পাবার অভাবে- রাজনৈতিক নেতাদের ঐ এস্টেটের থেকে অবৈধ অর্থ আদায় সুযোগ বৃদ্ধি পায়। বিশ্ব ব্যাঙ্ক কর্তৃক সম্পাদিত নির্মাণের জন্য ভূমির সহজ লভ্যতার দিক থেকে ১৮৯ টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৮৩ এবং স্বচ্ছতার দিক থেকে ভারত সেমি-ট্রান্সপ্যারেন্ট স্টেট (Semi-transparent state)। কোনো কোনো সময় রাজনৈতিক নেতারা নিজেই ইস্টেটে অর্থ বিনিয়োগ করে যার মোটা অংশ লাভ হিসেবে অর্জনের আশায়। ভারতে নির্মাণ বা রিয়াল এস্টেট রাজনৈতিক সংযোগ ছাড়া সফল হওয়া অসম্ভব। তাই বিভিন্ন সময় রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে ঐ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত দুর্নীতির অভিযোগ আসে। নিম্নে তা তুলে ধরা হল:

মহারাষ্ট্র (২০০২-৯): মহারাষ্ট্রে 'আদর্শ হাওজিং' সোসাইটির নামে আর্মি বিধবাদের জন্য জমি বরাদ্দ হয়, কিন্তু পূর্বতন ৪ জন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে তারা নিজেদের জন্য ডাউনটাউন মুম্বাইয়ে ঐ জমির উপর আপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স নির্মাণ করে।

গোয়া (২০০৬-৭): গোয়ার টাউন এবং কাউন্টি প্লানিং মন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রায় ২৬০ মিলিয়ন টাকা গ্রহণের অভিযোগ ওঠে। তিনি ২০১১ টি উন্নয়ন পরিকল্পনাকে অদেখা করে বৃহৎ কৃষি জমিকে কমার্শিয়াল জোন পরিবর্তনের ব্যবস্থা করে।

অন্ধ্রপ্রদেশ (২০০৬-৯): ভারতের কন্ট্রোলার এবং অডিট জেনারেল (CAG) র রিপোর্টে অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী Y.S. Reddy বিরুদ্ধে প্রায় ৯০,০০০ একর জমি অবৈধ ভাবে একটি বেসরকারি সংস্থা কে স্বত্ব দেয় যার ফলে রাজ্যের প্রায় এক ট্রিলিয়ন টাকা লস হয়। তদন্ত করে দেখা গেছে ঐ বেসরকারি সত্ত্বাটি তার ছেলের ব্যবসার অংশ।

কর্ণাটক (২০০৬-১০): রাজ্যের anti-corruption ombudsma-র রিপোর্টে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠে তিনি অবৈধ ভাবে অল্প দামে সরকারি জমিকে পরিবারের সদস্যদের বিক্রয় করেন এবং পরবর্তীতে ঐ জমি চরাদামে এক বেসরকারি মাইনিং কোম্পানিকে বিক্রি করেন।

নির্বাচনের সময় এই নির্মান ক্ষেত্রে বা রিয়াল স্টেট থেকে লিকুয়িড হিসেবে বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রবেশ করে যা ভোটারদের প্রভাবিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই আতাতের প্রমাণ পাওয়া যায় নির্বাচনের সময় নির্মাণ কাজের হ্রাস মানতা দেখে। তবে এই সংযোগের বিষয়টি প্রমাণ করা কঠিন। বছরের অন্যান্য সময়ের থেকে এই সময়ে তুলনা মুলক ভাবে নির্মাণ কম। যার প্রমাণ স্বরুপ দেখা যায় ইমারত তৈরীর অন্যতম উপাদান সিমেন্টের ব্যবহারের হ্রাস মানতা দেখে। এর সত্যতা উদঘাটিত হয় সিমেন্ট ম্যানুফাকচারার আসোসিয়েসনের রিপোর্ট থেকে। এক্ষেত্রে দাবি উঠতে পারে নির্বাচনের সময় নির্মণের হার কমার পেছনে শ্রমিকের যোগানে হ্রাস পেয়েছে হয়তো কিন্তু ভারতে ১৯৬০র দশকের পর থেকে কেন্দ্র-রাজ্য নির্বাচন একই সঙ্গে না হওয়ার জন্য এই অনুমান অসত্য বলে প্রমানিত হয়। অনেকের এই ধরনের অনুমান হতে পারে যে নির্মাণ কাজের হ্রাসের পেছনে নির্বাচনী বাতাবরন দায়ী। এ অনুমানকে অস্বীকার করেছেন Stali Kheman তার ২০০৪ র প্রবন্ধ 'Effect of Election in Indian

state'(2004)তার মতে উন্নয়নশীল দেশে নীতি নির্ধারণকারী বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ কারীরা সল্প মেয়াদি অর্থনৈতিক উন্নয়নে বেশি উৎসাহি যাতে নির্বাচনী প্রচারে এই উন্নয়নকে ব্যবহার করা যায় বাস্তবিক অভীজ্ঞতায় দেখা যায় নির্বাচনের ঠিক আগের মহুর্তে রাস্তা ঘাট মেরামত করা হয়।

নির্বাচনী অর্থের নিয়ন্ত্রন ও স্বচ্ছতা:

ভারতের নির্বাচনে অর্থ কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় তা জানলে নির্বাচনে ব্যবহৃত অবৈধ অর্থের উৎস সম্পর্কে জানা যাবে। সেই অর্থকে আরো কত ভালে করে নিয়ন্ত্রিত করা যাবে এবং নির্বাচন ব্যবস্থাকে দায়বদ্ধ ও স্বচ্ছ করে তোলা যাবে তা বোঝা যাবে। আন্তর্জাতিক ভাবে নির্বাচনী অর্থ নিয়ন্ত্রনের মূল লক্ষ্য হল নির্বাচনী ব্যায় কমানো, সরকারি ভর্তুকী (সাবসিডিজ) কমানো, রাজনৈতিক দল ও তাদের প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যায়ের বিবরণ প্রকাশ করা। ভারতে নির্বাচন ব্যবস্থা পরিচালনের মূল আইন হল ১৯৫১ সালের জনপ্রতিনিধিত্ব আইন। ভারতে নির্বাচন পরিচালিত হয় রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত অর্থ ছাড়াই। বিশেষত দলের সদস্যদের চাঁদা ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের চাঁদার উপর। প্রথম দিকে বেসরকারি উৎস থেকে চাঁদা সংগ্রহের বিষয়ে কোনো মাথা ব্যাথা ছিল না। তবে ১৯৬০র দশকে কংগ্রেস দল বিভিন্ন রাজ্যে ক্ষমতা হারাতে থাকে। ১৯৬৪ সালে সানতারাম কমিটি ও ওয়ানচুর নেতৃত্বে গঠিত প্রত্যক্ষ কর কমিটি রাজনীতিতে কালো টাকা বা 'Black Money' এবং রাজনৈতিক চাঁদা সংগ্রহের বিষয়টি উল্লেখ করে। যার ফলে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধি ১৯৬৯ সালে ১৪ টি বেসরকারি ব্যাঙ্কে রাষ্ট্রীয়করণ করেন এবং কর্পোরেট ডোনেশনকে অবৈধ হিসেবে ঘোষণা করেন। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন তার এই উদ্দেশ্যের পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল প্রো-বিজনেস জনসংঘ ও স্বতন্ত্র দলের সঙ্গে কর্পোরেট বন্ড জাতে না হয়। অথচ নির্বাচন পরিচালনের জন্য রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো অর্থ সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়নি যার ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে কালো টাকা প্রবেশের পথ সুদীর্ঘ করে, কেননা বিপুল পরিমান নির্বাচনী ব্যায় পরিচালনের আইনগত কোনো উৎস ছিল না। ১৯৮৫ সালে রাজীব গান্ধী সরকার পুনরায় কোম্পানির ডোনেশনকে আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করে। বিশেষত কোম্পানির পূর্বের ৩ বছরে নেট লাভের ৫ শতাংশ পর্যন্ত। ১৯৯০ সালে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট একটি এন.জি.ও-র PIL এর প্রেক্ষিতে নির্বাচনী অর্থ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে এক ধাপ এগিয়ে রায় দেন যে, রাজনৈতিক দল গুলি তাদের ইনকাম ট্যাক্স ও ওয়েলথ টাক্স রির্টান ফাইল জমা দেবে। ১৯৯০ সালে নাশনাল ফ্রন্ট সরকার কর্তৃক গঠিত দিনেশ গোস্বমী কমিটি ও ১৯৯৬ সালে ঈন্দ্রজিৎ গুপ্ত কমিটি নির্বাচনে সীমিত রাষ্ট্র সহায়তার কথা, তবে যে সমস্ত দল ইনকাম ট্যাক্স ও ওয়েলথ ট্যাক্স রির্টান ফাইল জমা দেবেনা তারা এই সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকবে। ১৯৯৮ সালে নির্বাচন কমিশন রাজনৈতিক দলের অতীতের রেকর্ড দেখে সরকারি টেলিভিশন ও বেতারে ফ্রি নির্বাচনী প্রচারের কথা ঘোষণা করে। ২০০৩ সালে অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্ম (এ.ডি.আর) নামক এন.জি.ও এর পিলে সাড়া দিয়ে দিল্লি হাইকোর্ট নির্বাচনী স্বচ্ছতার জন্য সমস্ত প্রার্থীদের বিভিন্ন তথ্য জনস্বার্থে প্রকাশ করার নির্দেশ দেন। পরবর্তীতে নির্বাচন কমিশন ২০০৩ সালে ২৭ মার্চ বাধ্যতামূলক করে। ২০০৩ সালে এন.ডি.এ সরকার নির্বাচনী অর্থের স্বচ্ছতা আনার জন্য ডোনেশনের উপর ১০০ শতাংশ ট্যাক্স ছাড়ের কথা বলেন এবং ২০০০০ ও তার উর্ধের ডোনেশন কারিদের নাম নির্বাচন কমিশনের কাছে জমাদের জন্য পি.আর.এ আইনের ২৯(সি) সংশোধন করে। ২০০৫ সালে তথ্যের অধিকার আইনের দৌলতে এ বিষয়ে স্বচ্ছতার দিকে আরো এগিয়েছে। তবে রাজনৈতিক দল গুলির চাদার প্রায় ৭০ শতাংশ এখনো ঐ ২০,০০০ ডোনেশনে মধ্যেতে পরে ফলে নাম হীন চাঁদা নির্বাচনে ব্ল্যাক মানির উৎস।

নির্বাচনী অর্থকে আরো স্বচ্ছ ও দায়বদ্ধ করে তোলার জন্য শুধুমাত্র খাতা কলমে বন্দী রাখলেই চলবে না সেই আইন গুলিকে সার্বজনীন ভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। কালো টাকার ওপর নজরদারির জন্য প্রয়োজন জন নজরদারি তথা সকলের সার্বিক প্রয়াস। বর্তমান ডিজিটালাইজেশন একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই তাকে সাদরে দু হাতে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

নির্বাচনে পেশী শক্তি ও হিংসার ব্যবহার:

সাম্প্রতিক নির্বাচনে বুথ দখল ছাপ্পাভোট, মনোনয়ন পত্র জমা দিতে বাধা দেওয়ার অভিযোগ প্রায়ই দেখা যায় সংবাদ মাধ্যমের দৌলতে। বস্তুত এই পেশী শক্তি, হিংসা ব্যবহার কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়। এর পেছনে যে সমস্ত কারণ রয়েছে তা অনুসন্ধান আবশ্যিক। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে গণতান্ত্রিক নির্বাচনে এই হিংসার ব্যবহারের সঙ্গে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন, ও অর্থের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। ২০০৩ সালে নির্বাচন কমিশনে নির্দেশ ক্রমে

প্রার্থীদের বিভিন্ন অপরাধমূলক অভিযোগ বা কেসের বিবরণ হলফনামায় (Affidavit) উল্লেখ করে জমা দেবার কথা বলেন। ২০০৫ সালের আর.টি.আই আইনের দৌলতে নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতাদের তথ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ১/৪ অংশ গুরুতর অভিযোগ যুক্ত। ২০১৮, ১২ অগাস্ট 'দ্যা হিন্দু নিউজ পেপারের' রিপর্ট অনুযায়ী লোকসভার নির্বাচিত সদস্যের মধ্যে অপরাধের সঙ্গে জড়িত সম্পর্ক ক্রমশ বেড়েই চলেছে -

২০০৪ সালে ১২৮ জন।

২০০৯ সালে ১৬২ জন।

২০১৪ সালে ১৮৪ জন গুরুতর অপরাধের সঙ্গে যুক্ত। এখন প্রশ্ন ওঠে কেন রাজনৈতিক দল এই ব্যাড পলিটিশিয়ানদের (Bad Politician) মনোনয়ন করছে বা জনগন কেনই বা তাদের নির্বাচিত করছে? এই অপরাধী বা ডনদের রাজনীতিতে ব্যবহারের বিষয়ে আন্তর্জাতিক ভাবে ব্যপক অনুসন্ধান করা হয়েছে। এই হিংসা, বল বা পেশী শক্তি রাজনীতিতে যুক্ত হবার মূল কারণ- রাজনীতির ব্যপক পরিবর্তন। বর্তমান গণনতান্ত্রিক ব্যবস্থাতে রাজনৈতিক দল চাই যে কোনো ভাবে ক্ষমতাই আসতে। ক্ষমতাই আসার জন্য ব্যয়বহুল নির্বাচনে ভোটার দের প্রভাবিত করার জন্য অর্থের সঙ্গে সঙ্গে চায় পেশী শক্তি হিংসা। **James Manor** এবং **Jaffrelot**-র মতে ভারতে রাজনৈতিক দুর্বততায়নের মূল কারণ হল অর্থ। আভিযুক্ত প্রার্থীরা জোর করে হফতা আদায়ের দ্বারা বা অন্য উপায়ে অর্থ সরবরাহ করে। **Milan Vaishnav-**র মতে রাজনীতির এরূপ অবনমনের কারণ হল রাজনৈতিক দল গুলি প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক তত্ব বা আর্দশের কেন্দ্রবিমুখীনতা যার ফলে রাজনীতির আঙ্গিনায় অভিযুক্ত দাগি আসামি, গুন্ডার আসার পথ প্রশস্ত হচ্ছে। ঐ সমস্ত গুন্ড, মাফিয়া, পেশী শক্তি সম্পন্ন প্রার্থীদের সামাজিক শিকড় অনেক মজবুত। তারা প্যাট্রোনেজ নেটওয়াক দ্বারা খুব সহজেই ভোটকে প্রভাবিত করতে পারে। এছাড়া অন্যতম কারণ হল কোনো একজন মাফিয়া দাদা একটি রাজনৈতিক দলের টিকিট পেলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী দাদা খুব সহজেই বিরোধী দলের টিকিট অর্জন করে। এভাবে গুন্ডাদের নিজেদের দ্বন্দ্ব রাজনৈতিক ক্ষেত্র হয়ে উঠতে গুন্ডাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার আখরা। Nedumpara, Jose J -র মতে অনেক সময় কোনো রাজনৈতিক দলের ভাড়াটে গুন্ডা হিসেবে কাজ করতে গিয়ে তার প্রভার এতই বেশি হয় যে পরবর্তীতে নিজেই রাজনীতিতে নেমে পরে। এক্ষেত্রে তিনি উত্তর বিহারের অশোক সম্রাট নামক ব্যক্তির কথা বলেন।

> "Politicians make use of us for capturing the polling booths and for bullying the weaker sections... But after the elections they earn the social status and power and we are treated as criminals. Why should we help them when we ourselves can contest the elections, capture the booths and become MLAs and enjoy social status, prestige and power? So, I stopped helping the politicians and decided to contest the elections." (Nedumpara)

সুপারিশ:

সিনিয়ার অ্যাডভোকেট সিদ্ধার্থ লুথরা মতে, রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ও দুর্নীতিপূর্ণ কোলাহলের প্রসার রোধের জন্য গভীর আলোচনার প্রয়োজন এবং সাধারণ নির্বাচনে যে ব্যায়ের পরিমান প্রার্থীদের জন্য ৭০ লক্ষ টাকা নির্ধারন করা হয়েছে তা বাস্তবিক নয়। তা আরও বাড়ানো প্রয়োজন এবং যার অভাবে অবৈধ টাকা রাজনীতিতে প্রবেশ করছে (২০১৬, ১০ মার্চ the times of India)

2018, sept সুপ্রিম কোর্ট 'criminalisation of politics'কে রোখার জন্য প্রার্থী যে দল থেকে নমিনেশন পাবে সেই দল 'in bold letters' এ প্রার্থীর অপরাধ সংক্রান্ত তথ্য বা কোর্ট কেস চলছে এমন গুরুতর কেসের তথ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে জমাদেবে এবং সকল গনমাধ্যমে দল তা প্রকাশ করবে জনগনের celulicet "the concerned political party shall be obligated to put up on its website the aforesaid information pertaining to candidates having criminal antecedents." এবং সুপ্রিম কোর্ট এও বলেন যে 'A time has come that the Parliament must make law to ensure that persons facing

serious criminal cases do not enter into the political stream,' said the bench, which also comprised Justices R F Nariman, A M Khanwilkar, D Y Chandrachud and Indu Malhotra'[1]

নির্বাচন কমিশন ২০০৪ সালে এবং ২০১৫ সালে 'LAW COMMISSION OF INDIA'-র ২৫৫ রিপোর্টে নির্বাচনী স্বচ্ছতা আনার জন্য একজন প্রার্থী একের অধিক নির্বাচনী ক্ষেত্রে যাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে তার জন্য বিদ্যমান জনপ্রতিনিধি আইনের সেকশন ৩৩(৭) সংশোধনের সুপারিশ করেন। নির্বাচন কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী বিগত ২০১৪-র সাধারন নির্বাচনে প্রতি নির্বাচন ক্ষেত্রে প্রায় ১০ কোটি ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া একজন প্রার্থী যদি দুটি আসনেই জয়ী হয় তবে তাকে একটি আসন আবশ্যিক ভাবে ছাড়তে হয় এতে নির্বাচকদের উৎপীড়িত করা হয় তাই এই সংশোধন প্রয়োজন।

উপসংহার:

গণতন্ত্রে জণগন হল সার্বভৌম, যেখানে পর্যাক্রমিক ভাবে জনগন তাদের মতামত প্রকাশ করে সরকারকে শাসন করার বৈধতা প্রদন করে। ভারতের সংবিধানের প্রস্তাবনায় 'গণতন্ত্র' শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এই গণতন্ত্র তখনই কার্যকর হবে, যখন মুক্ত ও ন্যায় সংগত নির্বাচনের দ্বারা জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হবে। যে কোনো উপায়ে এই কাঙ্খিত লক্ষ্য পূরণ করার জন্য সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ দরকার এবং এর সাথে সাথেই রাজনীতিতে অবৈধ অর্থ, অপরাধী বা পেশী শক্তি এবং হিংসার প্রয়োগ বন্ধ করা আবশ্যিক। কালো টাকা ও রাজনীতির দুর্বত্তায়নের রোখার জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে বিভিন্ন কমিটি কমিশন গঠিত হয়েছে। তবে বাস্তবিক পক্ষে রাজনৈতিক পরিবেশকে দুষণমুক্ত করতে হলে প্রয়োজন জনগনের প্রকৃত ক্ষমতায়ন, সমাজের নিম্ন স্তর থেকে ক্রম সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা, রাজনীতিতে নৈতিকতার সমন্বয়। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো, এরিস্টটল গণতন্ত্রকে দূরে সরিয়ে ছিলেন কারণ গণতন্ত্রে সাধারণ জনগনের শাসন সম্পর্কে অদক্ষতা, অজ্ঞানতার, সদগুনের অভাবের জন্য। তাই বর্তমান গণতান্ত্রিক শাসনে নানা অপগুনের আগমনের জন্য শাসনের গুণমানতার যে অবনমন ঘটেছে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। জনগনের মধ্যে শাসন সম্পর্কে অজ্ঞানতাকে মুছে একজন সক্রিয় নাগরিক হিসেবে যাতে রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করতে পারে তার জন্য সংকীর্ণ রাজনীতির উর্ধ্বে উঠে এক সম্মিলিত প্রচেষ্টা করতে হবে।

Bibliography:

1. Kapur, Devesh, Vaishnav.Milan (2018), Costs of Democracy: Political Finance in India, New Delhi, kindles Edition, Oxford University Press.
2. Vaishnav, Milan (2017), When Crime Pays: Money and Muscle in Indian Politics, Kindle Edition, HarperCollins.
3. Ganguly, Sumit, Diamond.Larry, Plattner.F.Marc (2007), The State of India's Democracy, John Hopkins University Press.
4. Quraishi, S. Y. (Ed) (2019) 'The Great March of Democracy: Seven Decades of India's Elections', Penguin Random House India Private Limited.
5. Mitra, S. K. And Singh, V. B. (1999) 'Democracy and Social Change in India: A Cross-sectional Analysis of the National Electorate', Sage Publications.
6. Basrur, Rajesh M. (Ed) (2009) 'Challenges to Democracy in India', Oxford University Press.
7. Mitra, S.K., and Singh, V. B., (2009). 'When Rebels Become Stakeholders: Democracy, Agency and Social Change in India', Sage Publications Pvt. Ltd.
8. Shah, Jayesh. And Lobo, Lancy, (Eds) (2017). 'Democracy in India: Current Debates and Emerging Challenges', Primus Books.
9. Bhattacharyya, H., Kar, A., and Sarkar, P. (Eds) (2010) 'The Politics of Social Exclusion in India: Democracy at the Crossroads', Routledge.

[1] https://www.thehindubusinessline.com/news

Journal and News Paper:

1. Alam, J. (1999) "What Is Happening Inside Indian Democracy?" In Economic and Political Weekly, Sep. 11-17, 1999, Vol. 34, No. 37 (Sep. 11-17, 1999), pp. 2649-2656.
2. Law Commission of India, Report No.255 (March 2015) pp 5-68, 225-261.
3. Sorabjee, Soli J. (2006) "Indian Democracy: reality or myth?" in India International Centre Quarterly, AUTUMN 2006, Vol. 33, No. 2 (AUTUMN 2006), pp. 83-96.
4. Vaishnav.Milan (August 2011), The Market for Criminality: Money, Muscle, and Election in India, SSRN Electronic Journal, from researchgat.net.
5. Bagchi, A.K (1998) "Politics of Mass Democracy in India" in Economic and Political Weekly Vol. 33, No. 12 (Mar. 21-27, 1998), pp. 638-639 6. Shukla, S.K. (1994).
6. "DEMOCRACY IN INDIA: ISSUES AND PROBLEMS" in the Indian Journal of Political Science Vol. 55, No (October - December 1994), pp. 401- 410.
7. Mukarji, N. (1996) "Strengthening Indian Democracy" in Economic and Political Weekly, May 11, 1996, Vol. 31, No. 19 (May 11, 1996), pp.1129-1134.
8. Rao, B. S (1960) "The Future of Indian Democracy" in Foreign Affairs, Oct., 1960, Vol. 39, No. 1 (Oct., 1960), pp. 132-141.
9. https://www.thehindubusinessline.com/news/national/criminalisation-of politics-of-largest-democracy-is-unsettling-says-supreme court/article25037934.ece
10. https://www.thehindu.com/opinion/op-ed/has-the-sc-missed-a-chance-to keep_criminals-out-of-polls/article25194981.ece
11. https://timesofindia.indiatimes.com/india/How-to-stop-criminalisation-of politics-SC-constitution-bench-to-decide/articleshow/51347568.cms\